গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

প্রবাসী কল্যাণ ভবন

৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

www.wewb.gov.bd

বিষয়: ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ এ অন্তভূক্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশ গ্রহনে কর্মশালার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	নুরুন আখতার পরিচালক (আইআরপি)
তারিখ	:	২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২০খ্রিঃ।
সময়	:	১১.০০-১.০০ টা
স্থান	:	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত সদস্যদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দ্রষ্টব্য।

২.০ সভাপতি উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা,২০১৯-২০২০ এর অন্তভূক্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশ গ্রহনের কর্মশালায় আগত প্রতিনিধিগন প্রবাসীদের সেবার মান উন্নয়নের বিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন যা নিম্নরুপ।:-

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আলোচনা
১.	রামরু	রামরু'র প্রতিনিধি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সার্বিক সেবা কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর আলোচনায় মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমের বিষয়ে অবহিতকরণের নিমিত্তে সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে বোর্ড হতে লিফটলেট ও হ্যান্ডবিল সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচার-প্রচারনার বিষয়েও অভিমত ব্যক্ত করেন।
২.	ব্র্যাক	ব্র্যাক এর প্রতিনিধি তাঁর আলোচনায় মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের দুর্দশা বর্ণনা করতে যেয়ে তার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন যা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও দুঃখজনক। তিনি বলেন যে, মালয়েশিয়া ফেরত প্রবাসী কর্মীদের একটি ডাটা ব্যাংক ইতোমধ্যে তাঁরা তৈরী করছেন যা বোর্ডকে হস্তান্তর করার বিষয়েও তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। যার মাধ্যমে মালয়েশিয়া ফেরত দক্ষ কর্মীদেরকে এদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতঃ তাঁদের সামাজিক ও আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁদের মেধা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায় সে লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান।
৩.	আইওএম	আইএলও'র প্রতিনিধি আলোচনার শুরুতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বিদেশগামী কর্মীদের বীমার আওতায় আনয়নের বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তার বক্তব্যে আরো বলেন যে, প্রবাস হতে ফেরত কর্মীদের ডাটাবেজ তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠান সর্বতভাবে সহযোগীতা করছেন এবং ভবিষতেও সহযোগীতার হাত সম্প্রসারণে অঙ্গীকারাবদ্ধ আছেন। এ কার্যক্রম যাতে করে ফলপ্রসু হয় এবং প্রবাস ফেরত কর্মী প্রকৃতপক্ষে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে সেদিকে সজাগ থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন-২০১৮ এর বিষয়ে আরো ব্যাপক প্রচার-প্রচারনা চালানোর বিষয়েও অভিমত ব্যক্ত করেন।
৪.	ওকাপ	অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মত ওকাপও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রবাসীদের সেবা প্রদানের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়াও প্রবাসীদের কল্যাণ বোর্ড প্রদত্ত সেবাসমূহের বিষয়ে প্রচার-প্রচারনা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বারোপ করেন।
৫.	বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র (বিএনএসকে)	উক্ত আলোচনায় উপস্থিত অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মতামতের সাথে বিএনএসকে একমত পোষণ করেন। তিনি তাঁর আলোচনায় বিদেশ হতে নির্যাতিত ফেরত মহিলা কর্মীদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিশেষ করে তাঁদের সন্তানরা যাতে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করেন।
৬.	আওয়াজ ফাইন্ডেশন	আওয়াজ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত সেবার মধ্যে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি, বীমা ও প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে নির্যাতিত ফেরত মহিলা কর্মীদের সেবা ও আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে ভূয়সী প্রসংশা করেন। তবে তিনি অসুস্থ ফেরত কর্মীদের ক্ষেত্রে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে এককালীন ১ (এক) লক্ষ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের বিষয়টি শিথিলকরণের জন্য মতামত প্রদান করেন।

৭.	বাংলাদেশি অভিবাসী মহিলা শ্রমিক এসোসিয়েশন (BOMSA)	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী মৃত কর্মীদের লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য **BOMSA**'র প্রতিনিধি অনুরোধ জানান। এছাড়াও প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়ে আরো অধিক নজরদারির জন্য অনুরোধ জানান।
৮.	ইউএন উইমেন	ইউএন উইমেন এর প্রতিনিধি তাঁর আলোচনায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া বিদেশগামী মহিলা কর্মীদের সন্তানদের সুশিক্ষার বিষয়ে আরো নতুন ধরণের সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।
৯.	বাংলাদেশ অভিবাসী অধিকার ফোরাম (BOAF)	বাংলাদেশ অভিবাসী অধিকার ফোরামের প্রতিনিধি তাঁর আলোচনায় বিদেশগামী কর্মীদের ব্রিফিং এর ক্ষেত্রে টিটিসিগুলোকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালনের বিষয়ে অভিমত ব্যাক্ত করেন। তিনি বলেন যখন টিটিসিগুলোতে বিদেশগামী কর্মীদের ট্রেনিং দেয়া হয় তখন সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা ও আইন-কানুন এর বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।
১০.	পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	সকল স্টেক হোল্ডাদের মতামত ব্যক্তকরণের পর পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) তাঁদের সকলের অবগতির জন্য জানান যে, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত ও প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ইতোমধ্যে বোর্ডের সকল সেবার বিষয়ে প্রচারনা কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ৬৪ টি জেলা ও উপজেলার সকল পর্যায়ে প্রচারনা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়াও নির্যাতিত ফেরত মহিলা কর্মীদের পূর্ণবাসন এর জন্য একটি পাইলট প্রোগ্রাম বোর্ড গ্রহণ করেছে এবং তাদের তাৎক্ষণিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য তিনটি বিমান বন্দর হতে আর্থিক অনুদান বাবদ প্রত্যেককে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে এবং অসুস্থ ফেরত মহিলা/পুরুষ কর্মীদের জরুরী ভিত্তিতে সেবা প্রদানের জন্য বিমান বন্দর সংলগ্ন একটি হাসপাতাল এর সহিত চুক্তি করা হয়েছে। এছাড়াও প্রবাসী কর্মীদের সেবা আরো দ্রুত ও সহজিকরণের জন্য বোর্ড প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছে।

৩.০ আর কোনো আলোচ্যসূচি না থাকায় মহা-পরিচালক মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

২৫.৩.২০২০

নুরুন আখতার
পরিচালক (আইআরপি)
ও
সভাপতি
অংশীজনের অংশগ্রহনে কর্মশালা